হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৮০৯৫/২০১৯

মোঃ মামুন ওরফে মোঃ মাহমুদুল হাসান

----সাজাপ্রাপ্ত আসামী-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------প্রতিপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট মোঃ হামিদুর রহমান

---সাজাপ্রাপ্ত আসামী-আপিলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আশরাফুল করিম

-------২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ৩০.০৪.২০২৩, ৩০.০৫.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২০.০৬.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

ফাতিমা ইমরোজ ক্ষণিকা, অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা কর্তৃক মহানগর দায়রা মামলা নং- ১৯২৭২/২০১৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২০.০৫.২০১৯ তারিখে রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

সংক্ষেপে প্রসিকিউশন পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোঃ ইন্তায়াজ আলী বাদী হয়ে মোঃ মামুনকে আসামী করে বিজ্ঞ মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে The Negotiable Instrument Act, 1881]-এর ধারা ১৩৮ এর অপরাধে পিটিশন মামলা নং- ৯৬৪/২০১৫ দাখিল করেন। অতঃপর উক্ত মোকদ্দমাটি মহানগর দায়রা জজ আদালতে বদলী হয়ে মহানগর দায়রা মামলা নং- ১৯২৭২/২০১৮ হিসেবে নিবন্ধিত হয়। অতঃপর ফাতিমা ইমরোজ ক্ষণিকা, বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা মহানগর দায়রা মামলা নং- ১৯২৭২/২০১৮ [সি, আর মামলা নং ৯৬৪/২০১৫ ধারা ১৩৮ The Negotiable Instrument Act,

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		1881]- শুনানী অন্তে আসামী মোঃ মামুন ওরফে মোঃ মাহমুদুল হাসান (পলাতক) কে দোষী সাব্যস্থ করে ১(এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৫৮,০০,০০০/- (আটান্ন লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। অতঃপর বিগত ইংরেজী ২৭.০৬.২০১৯ তারিখে উত্তরা (পশ্চিম) থানা পুলিশ অত্র সাজাপ্রাপ্ত আসামী মোঃ মামুনকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করলে আপীল দায়ের সাপেক্ষে জামিন প্রাপ্ত হন এবং উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল দাখিল করলে আপীলটি শুনানীর জন্য গৃহীত হয়। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ হামিদুর রহমান নিবেদন করেন যে, অত্র আপীলকারী তর্কিত চেকটি প্রদান করেন নাই। তর্কিত চেক এবং অত্র মামলার বিষয়ে বিগত ইংরেজী ২৭.০৬.২০১৯ তারিখে উত্তরা থানার পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপীলকারী বিন্দুমাত্র অবগত ছিলেন না। ফলে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে অত্র মোকদ্দমাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোন সুযোগ আপীলকারী পান নাই। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরো নিবেদন করেন যে, অত্র মোকদ্দমার চেকটি আল ভেনাস টেক্সটাইল লিমিটেডের। কোম্পানী মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন এবং কোম্পানীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে কোন দুজন পরিচালকের স্বাক্ষরে চেক ইস্যু হয়। তর্কিত চেকটিতে দুজন পরিচালকের স্বাক্ষর নেই। অত্র আপীলকারীও তর্কিত চেকে স্বাক্ষর করেননি। তর্কিত চেকে স্বাক্ষর করেছেন কোম্পানীর চেয়ারম্যান মোঃ আঃ রহিম। সুতরাং বাদীর মোকদ্দমাটি আইন দ্বারা বারিত। অপরদিকে অভিযোগকারী প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশরাফুল করিম বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। স্বীকৃত মতে তর্কিত চেকটি আল ভেনাস টেক্সটাইল লিমিটেডের। তর্কিত চেকটি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, তর্কিত চেকটি আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড এর যার নং- সিএজি ৯০০০২৪৩ এবং উক্ত চেকে আল ভেনাস টেক্সটাইল লিমিটেড এর নাম মুদ্রিত। এছাড়াও চেকে আল ভেনাস টেক্সটাইল লিমিটেড এর সীল প্রদত্ত। তর্কিত চেকটি জাল কিংবা অভিযোগকারী কর্তৃক বেআইনী ভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে আপীলকারী কোন বর্ণনা প্রদান করেন নাই। আপীলকারী চেকটি প্রদান অস্বীকারও করেন নাই। কোম্পানী কর্তৃক কোন চেক হারানোর মোকদ্দমাও দাখিল করা হয় নাই। কোম্পানীর চেক খোয়া গেল আর কোম্পানী কিছুই জানে না বিশ্বাসযোগ্য নয়। আপীলকারী তার আপীল মেমোতে এরূপ কোন বক্তব্যও প্রদান করেন নাই। আপীলকারী তার মেমোতে বলছেন বিগত ইংরেজী ২৭.৬.২০১৯ তারিখে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অত্র চেক সংক্রান্তে কোন বিষয় তিনি জানতেন না। কোম্পানীর চেক চুরি হয়েছে মর্মে কোন অভিযোগ কোম্পানী অদ্য পর্যন্ত দাখিল করে নাই। চেকটি কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত হয় নাই মর্মে কোম্পানীর পক্ষে কোন ব্যক্তি এসে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। আপীলটি না-মঞ্জুর যোগ্য।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি দন্ডাদেশ সংশোধন পূর্বক না-মঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা কর্তৃক মহানগর দায়রা মামলা নং ১৯২৭২/২০১৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২০.০৫.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশে প্রদত্ত দন্ডাদেশ (sentence) তথা ০১(এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৫৮,০০,০০০/- (আটান্ন লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড সংশোধন করে কেবলমাত্র ১,৭৪,০০,০০০/- (এক কোটি চুয়াত্তর লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করা হলো। আপীলকারী কর্তৃক জমাকৃত টাকা তথা ২৯,০০,০০০/- (উনত্রিশ লক্ষ) টাকা সংশোধীত দন্ডাদেশ (sentence) তথা ১,৭৪,০০,০০০/- (এক কোটি চুয়াত্তর লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড থেকে বাদ দিয়ে বক্রী ১,৪৫,০০,০০০/- (এক কোটি পয়তাল্লিশ লক্ষ) টাকা আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে আপীলকারী প্রদান করতে ব্যর্থ হলে অভিযোগকারী উক্ত টাকা ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৮৬ ধারা মোতাবেক আদালতযোগে আদায় করে নিবেন। অত্র রায় ও আদেশের কপি প্রাপ্তির ১০(দশ) দিনের মধ্যে আপীলকারী কর্তৃক আদালতে জমাকৃত চেকে বর্ণিত টাকার ৫০% অভিযোগকারীকে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ নথি (LCR)সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)